তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্লেবয় ফখরুদ্দিন

জহিরুল হক

সমগ্র জাতি যখন বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ক্ষমতায় থাকার ষড়যন্ত্র গুলোকে একের পর এক প্রতিহত করে আসছিল, একদলীয় নির্বাচনের নীল নক্সাটি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ঘৃণিত হচ্ছিল এবং অন্তিম মুহূর্তে তাদেরই মনোনীত সেনাপ্রধানকে সরিয়ে নতুন এক সেনাপ্রধানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিচ্ছিল তখনই আপনার আবির্ভাব। আপনার এই আবির্ভাবের পেছনে কাদের সক্রিয় ভুমিকা ছিল বা কারা আপনাকে এই পদে ধরে এনে বসিয়ে দিল তখনকার পরিস্থিতে কেউই তা তলিয়ে দেখতে চায়নি। সবাই একটা রুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে, এই আনন্দেই মগ্ন ছিল; আর আপনার আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিল। আর আপনি প্রধান উপদেষ্টার পদটি পেয়েই আপনি দশজন উপদেষ্টার তিন/চারজনকেই নিলেন আপনার পরিবার, আত্মীয় থেকে; যাদের কারোরই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য কোন অবদান খুঁজে পাওয়া যায়না। গণভবনে গদিনসীন ইয়াজ উদ্দিন সাহেব তক্কে তক্কে ছিলেন, কিভাবে আপনার স্বাধীন ব্যক্তিস্বত্ত্বাকে, সৎসাহসকে মিনমিনে করা যায়। আপনার আত্মীয়প্রীতি তাকে সে সুযোগ এনে দিল। যার কারণে দেখতে পাই, ইয়াজ উদ্দিন সাহেব বিরোধী জোটের চরম আপত্তির মুখে যে ব্যারিষ্টারকে তার স্বল্পকালীন তত্বাবধায়ক পরিষদে নিতে পারেননি, আপনাকে দিয়ে তিনি তা করাতে পারলেন। এটর্ণী জেনারেল পদে আপনি প্রস্তাব করলেন ব্যারিষ্টার রোকন উদ্দিনের নাম, ইয়াজ উদ্দিন সাহেব তা নাকচ করে বিএনপি'র চরম সমর্থক এবং বিএনপি মনোনীত অতিরিক্ত এটর্ণী জেনারেল ব্যারিষ্টার ফিদা কামালকে নিয়োগ দিলেন, আপনি নত মস্তকে তা মেনে নিলেন। এছাড়া নির্বাচন কমিশনে, দূর্নীতি দমন কমিশনে আপনি কি নির্মোহ ব্যক্তিদেরকে বসাতে পেরেছেন, পারেননি এবং তার জন্য আপনি মৃদু আপত্তি করার ক্ষমতাও প্রদর্শন করতে পারেননি। পাশাপাশি আপনার উত্তরসুরি বিচারপতি হাবিবুর রহমানের কথা স্মরণ করুন, তিনি কিভাবে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসকে মোকাবিলা করেছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার কঠিন দায়ীত্ব পালনের জন্য যে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, তা আপনি প্রথম দিনেই ইয়াজ এবং মঈন দুই মাননীয় উদ্দিনের পদতলে বিসর্জন দিয়ে ফেলেছেন। আজ ভাবতে কষ্ট হয়, আপনার মত একজন সংস্কৃতিবান বিদ্যজন কিভাবে নপুংষকে পরিণত হলেন। ধিক আপনাকে।

জনাব ফখরুদ্দিন, তত্বাবধায়ক সরকারের নিষ্ক্রমনের পর একমাত্র প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া অন্য উপদেষ্টাদের কেউ তেমন স্মরন করেনা এবং ঐ সরকারের সফলতা-বিফলতার দায়ভারের ষোল আনাই বর্তায় প্রধান উপদেষ্টার উপর। ক্ষমতার মোহে আপনি এমনই অন্ধ হয়ে পড়লেন যে শত সমালোচনাও আপনাকে স্পর্শ করেনা। যেকোন নীতি নির্ধারণী বিষয়ে আপনার বক্তব্য আর আপনারই অধীন উপদেষ্টাদের বক্তব্য এক দেখা যায়না এমনকি বিপরীতমুখী। এতে স্পষ্টতঃই প্রতীতি জন্মে উপদেষ্টাদের উপর আপনার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অবশ্য থাকার কথাও নয়। কেননা তারা এই পদে বসেছেন আপনার বিবেচনায় নয়, অন্য বিশেষ গোষ্টীর বিবেচনায় এবং সেই বিশেষ গোষ্টীর স্বার্থ রক্ষা করাই তাদের প্রথম এবং প্রধান দায়ীত্ব বলে তারা মনে করেন। উপদেষ্টাদের বাড়াবাড়ি এবং আপনাকে পাশ কাটিয়ে আগ বাড়িয়ে চলার প্রবণতা সমগ্র তত্তাবধায়ক সরকারকেই বিতর্কিত করে ফেলেছে। অথচ আপনার করার কিছুই নেই। সমালোচকরা এখন আর রাখডাক না করেই বলতে শুরু করেছেন, আপনার হাত, মুখ তালাবদ্ধ এবং ঐ তালার চাবিটিও অন্যের হাতে। তারপরও আপনি প্রধান উপদেষ্টা। ধিক আপনাকে।

দেশে একটি কাগুজে সুশীল সমাজের নড়াচড়া দেখতে পাই নিরপেক্ষতার ভেকধারী প্রথম আলো, ডেইলি স্টার পত্রিকায়। ওয়াকিবহালদের ধারণা, আপনার সরকারের নীতি-লক্ষ্য এবং আপনার চালিকাশক্তি সম্পর্কে এই পত্রিকাগোষ্টী সার্বিকভাবে জ্ঞাত। তাই ঐ গোষ্টী আপনার বা আপনার কোন উপদেষ্টার সমীপে তাদের দাবী পেশ না করে সেনা প্রধানের সমীপে পেশ করেন এবং তাদের দাবীও আদায় হয়ে যায়। এতে আপনি কি একটুও অপমান বোধ করেননা। ধিক আপনাকে।

(অধুনা আর একটি পত্রিকা, আমাদের সময়'র চলনভঙ্গী একই মাপের। পত্রিকাটির সম্পাদক প্রবরের সঙ্গে ডি এফ এ'র সম্পৃক্ততা গোপন কিছু নয়। তিনি যখন আজকের কাগজে ছিলেন তখনি তার সম্পৃক্ততার শুরু। অনেকে তাকে ''গলা শুকানি-মাপ চাই'' সম্পাদক বলে কৌতুক করেন। সুযোগ পেলেই তিনি বলতে চান, চুলোয় তার হাঁড়ি উঠেনা আর কথায় কথায় তিনি মাপ চেয়ে বসেন। বর্তমান সরকার বা ডি এফ আই সম্পর্কে কেউ কিছু বিরূপ মন্তব্য করলেই তিনি ক্ষেপে যান।)

গেদু চাচার প্রিয় ফখরুদ্দিন চাচা, আপনি নিজেও আপনার অঙ্গীকারে স্থির থাকতে পারছেননা। বঙ্গবন্ধুকে বা-লীর অবিসংবাদিত নেতা বলে ঘোষনা করে তাঁর স্মৃতিসৌধকে রক্ষণাবেক্ষনের দায়ীত্ব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাত

থেকে পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত করলেন। পরবর্তীতে আপনি একই ফখরুদ্দিন, বঙ্গবন্ধুর নামের ফ্রিগেটটির নাম পরিবর্তন করে খালিদ বিন ওয়ালিদের নামে পুনঃউদ্বোধন করলেন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু বার্ষিকীতে একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আলোচনা সভার আয়োজন করছিল, আপনি অনুমতি দেননি। শুধু তাইই নয়, বঙ্গবন্ধু যাদুঘরের ব্যাংক হিসাব জব্দ করলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন অথচ তাঁরই আদর্শের দলটিকে নিশ্চিহ্ন করতে একটির পর একটি ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন। ধিক আপনাকে।
(জেনারেল মঈন উদ্দিনও বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক আখ্যা দিলেন। তাঁর ঘোষনায় আন্তরিকতা কতটুকু, সন্দেহ আছে। বিএনপি-খালেদা জিয়া'র প্রতি অকৃত্রিম আস্থার সুবাদেই তিনি সেনাপ্রধান। মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকলে গোলাম আযম তার বাড়িতে তথা সেনানিবাসে জামাই আদরে থাকতে পারতনা, যেকোনো ছুতোয় এর প্রতিবাদ করা যেত। জিয়াউর রহমান, এরশাদও ক্ষমতা দখলের পর পর বঙ্গবন্ধুকে যথাযথ আসনে বসানো নিয়ে গর্জন করেছিলেন; পরে আমরা কি দেখতে পেলাম।)

জনাব, আপনার সরকার ক্ষমতা প্রাপ্তির প্রথম রাতেই আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ, কামাল মজুমদারকে গ্রেফতার করতে ছুটলেন। দেশবাসী তখনই সন্দেহ করে বসল, পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলের দেশে কামাল মজুমদারই কি দুধর্ষ দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক। অথচ, আপনি সে রাতেই বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হাওয়া ভবনে হানা দিতে পারতেন, হাওয়া ভবনের তাবৎ দলিল, কম্পুটারের ডিস্ক-ডাটা বেস জব্দ করতে পারতেন, তারেক-কোকো-খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করতে পারতেন। তা না করে তাদেরকে মাসের পর মাস আলামত ধ্বংস করার সময় দিলেন। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ অফিস থেকে নেতাদের নিরীহ ডাটাবেসের ডিস্ক-কম্পুটার জব্দ করতে আপনার দেরী হয়নি। সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বাবরের স্বীকারোক্তি, পত্রিকায় প্রকাশিত সাবেক সচিব নুরুল ইসলামের (খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত সচিবও বটেন) সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গোটা বিশেক মামলা দায়ের করা যেত। একটিও করেননি। খালেদা জিয়া সৌদী আরবে গেলেন ২৮০টি বৃহদাকার স্যুটকেস নিয়ে, একটিও দেশে ফেরত আসলনা। তারেক আমেরিকা গেলেন ১৫০টির মত একই আকারের স্যুটকেস নিয়ে, একটিও ফেরত আসলনা। পত্র-পত্রিকায় এনিয়ে লেখালেখি হল, শোরগোল হল । আপনার বা আপনার সরকার অন্ধ-বধির হয়েই রইলো। আপনার দুর্নীতি দমন অভিযান কি শুধু শেখ হাসিনা আর আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে। শেখ হাসিনাকে যেদিন হাস্যস্কর মামলায় গ্রেফতার করলেন, সেদিনই আপনি সদম্ভে ঘোষনা করলেন কেউই আইনের উর্ধে নয়। আপনার এই সদম্ভ উচ্চারণটি যদি খালেদা গংদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হত, দেশবাসী আপনাকে সাধুবাদ দিত। আপনার নগ্ন পক্ষপাতিত্ব দেশকে অপরাজনীতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আপনার সরকারের পরিবর্তে যদি সত্যিকারের একটি নিরপেক্ষ সরকার ক্ষমতায় আসত জনতার ক্রোধের মুখে বিএনপি-জামাত অস্তিত্বই বাংলার মাটি থেকে নির্মূল হয়ে যেত। আপনার আগমনকে প্রখ্যাত লেখক-কলামিষ্ট, আবদুল গাফফার চৌধুরী বি এনপি-জামাত এর বিরুদ্ধে এ্যক্ট অব গড, প্রাকৃতিক পরিশোধ বা আল্লাহর গজব বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। জনাব গাফফার চৌধুরী পরে তাঁর ভূল বুঝতে পেরেছিলেন। আল্লাহর গজব নাজেল হয় সমাজের অনাচার, অবিচার নির্মূল করে সৎ, ন্যায়ের প্রতিষ্টার জন্য। অথচ আপনার আগমন ঐ জোটকে নির্মূলের কবল থেকে রক্ষা করল। আপনার/ আপনাদের ফরমায়েসী সংস্কারের নামে কতিপয় গণবিচ্ছিন্ন জ্বি হুজুর মার্কা রাজনীকদের ক্ষমতায় বসানোর যে পাঁয়তারা আপনি করছেন, দেশবাসীর বুঝতে দেরী হয়নি। আপনার নিষ্পাপ, নিরীহ মুখচ্ছবির আড়ালে যে এমন একটি কদর্য চেহারা আছে, তা কল্পনা করতেই গা ঘিণ ঘিণ করে। ধিক আপনাকে।

জনাব প্রধান উপদেষ্টা, তিন মাসের সময় নিয়ে আপনি সরকার গঠন করেছেন। তিন মাসের স্থলে আজ আট মাস হতে চলল, নির্বাচন নিয়ে আপনার মাথাব্যথা নেই। ২০০৮ সনের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে বলে ঘোষনা দিয়ে মনে হয় সব দায়ীত্ব শেষ করে ফেললেন। মুল নির্বাচন বাদ দিয়ে আপনি স্থানীয় নির্বাচন করতে চাইছেন কেন? স্থানীয় নির্বাচন করা আপনার দায়ীত্বে নেই, তবু আপনি এটি জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে সারতে চান, কেন? দেশবাসীকে এত বোকা ভাবছেন, তারা কিছুই বোঝেনা। গত সাত মাস শুধু দুর্নীতি দুর্নীতি জপে কাটিয়ে দিলেন, কাজের কাজ কিছুই করলেননা। এমনকি দুর্নীতি দমনের কাজটিও সুচারু রূপে করতে পারছেননা। জনগণ কোন কৃতিত্বের জন্য আপনাকে বাহবা দিবে? অথচ আপনার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম, যা নির্বাচিত সরকারেরও থাকেনা। আপনারই পুর্বসুরি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন একটি অধ্যাদেশ জারি করে যেকোন সংবাদপত্রের প্রকাশনাকে দৃঢ় করে গেলেন, আপনিও এমন পদক্ষেপ নিতে পারতেন। রাষ্ট্রের তথা সরকারের প্রতি স্তরে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী অধ্যাদেশ জারী করুন, দুর্নীতি একেবারে নিশ্চিহ্ন না হলেও বলা যায় বারো আনা কমে যাবে। কিন্তু আপনি তা করবেননা। কারণ তা করতে গেলে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে; পুলিস, আইন- শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাসীন সরকারের আওতামুক্ত করে সাংবিধানিক স্বাধীনতা দিতে হবে, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ-পদোন্নতি স্বাধীন একটি কর্মকমিশনের মাধ্যমে হবে; প্রতিরক্ষা ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা এবং সরকারের প্রতিটি এজেন্সির

আয়-ব্যয় দেশবাসীর নিকট গোপন রাখা যাবেনা। অর্থাৎ সর্বত্র স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। ই-গভর্নেন্স চালু করতে হবে। যাদের নিয়ে দেশ তাদের নিকট রাষ্ট্রের তথ্যাদি গোপন রাখা হবে, তা মেনে নেয়া যায়না। আপনার ক্ষমতা ছিল এবং এখনো আছে এই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে অধ্যাদেশ জারী করা। কিন্তু আপনি তা নিয়ে ভাবেননা এবং করতেও আগ্রহী নন। কেননা, এতে আপনি যাদের শোবয় তাদের ছক কাটা পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। আপনার মত একজন সংস্কৃতিবান বিদ্যজন প্রধান উপদেষ্টার শোবয় হবেন, কেউ ভাবতেও পারেনি। আপনার মত এই বাংলায় আরেকজন ছিলেন, তিনিও আপনার মত ডক্টরেট, আপনার মত রবীন্দ্র সংগীত ভক্ত এমনকি শান্তিনিকেতনে তিনি কবি গুরুর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সেই গুণী, সংস্কৃতিবান, মক্তিযুদ্ধের সময় ইয়াহিয়া খানের পুতুল গভর্ণর লোকটিকে বাংলার মানুষ ডঃ মালিক বলে না জেনে ঠ্যাডা মালিক্যা বলেই জানে। আপনার সেই পরিণতি আমাদের কাম্য নয়, কিন্তু আপনার পথ চলা যেনো সেদিকেই। ধিক আপনাকে।

জনাব, আওয়ামী লীগের নেত্রীত্বে চৌদ্দ দলীয় জোট দেশের আপামর জনসাধারণকে বিএনপি-জামাতের দুর্বিসহ শাসনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করেছিল এবং প্রচণ্ড গণবিস্ফোরনের মুখে আপনার আগমন। যে জনতা সকল প্রকার নির্যাতনের মুখেও চৌদ্দ দলের প্রতি অবিচল আস্থা রেখেছে এবং নির্যাতনকারী সরকারের অপশাসন থেকে মুক্ত হয়েছে, আপনি সেই চৌদ্দ দলীয় জোট তথা আওয়ামী লীগককে হীনবল করতে অপপ্রয়াসে লিপ্ত। আপনি কি বুঝতে এতই অপরাগ, চৌদ্দ দলের সর্বাত্বক সমর্থন আপনার সরকারের রক্ষাকবচ, কোন সামরিক সরকারের সর্বাত্বক সমর্থন আপনাকে হয়ত কিছুদিন বেশী ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করবে কিন্তু এতে নিরাপদ নিষ্ক্রমণের দরজাটি বন্ধ হয়ে যাবে। বিএনপি-জামাতের সমর্থন আপনার পেছনে ছিলনা, থাকার কথাও নয়। যে সমর্থন নিয়ে আপনার আগমন, সে সমর্থন যদি আপনার বিরুদ্ধে যায় পরিণতি কি হতে পারে; আপনি কি একবারও চিন্তা করে দেখেছেন। আপনার চিন্তাশক্তি, বিবেক সবই কি অপশক্তির নিকট বন্ধক দিয়ে ফেলেছেন। সত্যিই ধিক আপনাকে।

জনাব প্রধান উপদেষ্টা, শত ধিক্কারের পরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আপনার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করছি ঃ

১। জীবন সায়ান্নে যা পেয়েছেন এর চেয়ে বেশী কিছু চাওয়ার নেই মনে করে নিজের আত্মসত্বাকে শেষবারের মত নাড়া দিন। কোমর সোজা করে দাঁড়ান। আর ন্যুজ, ক্যুব্জ হয়ে থাকবেননা। অন্যের ফরমায়েসে বক্র পথে না চলে বিবেকের নিকট দায়বদ্ধতা থেকে সহজ সরল পথে চলতে শুরু করুন।

২। ষড়যন্ত্রমূলক মামলা সমূহ প্রত্যাহার করুন। কাউকে ধ্বংস করা বা অন্য পক্ষের নির্দেশ মত চলা আপনার কাজ নয়। আপনার প্রথম এবং প্রধান কাজ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্টান করা, স্থানীয় নির্বাচন নয়। আপনার কাজ প্রশাসনসহ সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্টানে, প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দলীয় আনুগত্য থেকে নিয়োগপ্রাপ্তদেরকে ছাটাই করা। কতটুকু করেছেন, যুক্তি না দেখিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করুন।

৩। দুর্নীতি দমন অভিযানকে আর বিতর্কিত করবেননা। যদি পারেন, এমন কিছু করুন যাতে ভবিষ্যতে আর এমন ভয়ঙ্কর দুর্নীতি না ঘঠে। আজ যাদেরকে দুর্নীতির দায়ে জেলে পুরছেন, কাল তারাই সততার নায়ক হয়ে বেরিয়ে আসবেন, এমনটি যাতে না হয়।

৪। ক্ষমতার মেয়াদ যত দীর্ঘ করবেন, গায়ে কালিমার দাগ তত বৃদ্ধি পাবে। এই সহজ কথাটি মনে রেখে ২০০৮ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এর পূর্বেই নির্বাচন দেয়ার চেষ্টা করুন। ভোটার আইডি কার্ড বানাতে এত দীর্ঘ সময় লাগবে, কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

৫। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্টানে ইউনিয়ন কার্যক্রমে পরিচ্ছন্নতা আনার পদক্ষেপ নিন। প্রশাসন যাতে ইউনিয়নের হাতে জিম্মি না হয়ে পড়ে তার নিশ্চয়তা দৃঢ় করুন। প্রতিষ্টানের অভ্যন্তরে ইউনিয়নের কার্যক্রম বন্ধ করুন। নিজস্ব প্রতিষ্টানের অভ্যন্তরে ইউনিয়নের কোন কার্যালয় থাকতে পারবেনা এবং এর জন্য ইউনিয়নকে কোন কক্ষ বরাদ্দ দেয়া যাবেনা। ইউনিয়নের সকল কার্যক্রম চালু রাখার জন্য ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ তাদের বেতনের একটি গ্রহণযোগ্য অংশ প্রতি মাসে ইউনিয়ন ফাণ্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে; ঐ ফাণ্ড দিয়ে ইউনিয়নের সকল কার্যক্রম তথা অফিস ভাড়া, মেডিক্যাল ভাতা-বীমা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি চালু রাখবে। নির্বাহী কর্মকর্তা ছাড়া সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্য হতে পারবেন।

৬। উপমহাদেশের রাজনীতি দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। একটি ষড়যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্যটি গণতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ষড়যন্ত্রের অনুপ্রবেশ স্বাধীনতার লগ্ন থেকেই এবং এর ধারাবাহিকতা এখন ভয়ঙ্কর

পর্যায়ে। কাগজে কলমে স্বীকার না করা গেলেও এটা বলতে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে পাকিস্তানের আইএসাই বাংলাদেশের ষড়যন্ত্রে সব সময় প্রধান এবং মূল নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে আসছে। তাদের একমাত্র আদর্শ-উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির মাধ্যমে ভারত বিরোধী মানসিকতা জিইয়ে রাখা। পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতা দখলের প্রাককালেই পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বৃহদাংশ মৌলবাদে, তালেবানী মতবাদে দীক্ষিত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের সমর্থন নিয়েই পারভহেজ মোশাররফের ক্ষমতা দখল করলেন। এই মৌলবাদী সামরিক বাহিনীই বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে আইএসাই এর মাধ্যমে তাদের মতবাদ বাস্তবায়ন করতে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে এবং আমাদের ডিএফআই পাকিস্তানের আইএস আই এর 'বি' টিম হয়ে স্বাভাবিক সরল রাজনীতিকে প্রতি পদে বাধাগ্রস্থ করে চলছে। আমেরিকার চাপে পারভেজ মোশাররফ মৌলবাদী সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে লাল মসজিদে হামলা সহ কতিপয় পদক্ষেপ নিলেও সামরিক বাহিনীর ভেতরের মৌলবাদীদের নির্মূল করতে পারেননি এবং করার সাহসও রাখেননা এমনকি বাংলাদেশসহ বিশেষ বিশেষ পাকিস্তান দূতাবাসে সামরিক-বেসামরিক দায়িত্ব নিয়ে যারা কর্মরত ছিল তারা এখনও স্ব স্ব পদে আসীন। জনাব প্রধান উপদেষ্টা, দেশের সর্বময় নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী আপনি, দেশের তথা দেশের নির্বিরোধ-সহজ-সরল জনসাধারণকে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল থেকে বের হওয়ার একটি ক্ষীন আলোর রশ্মি দেখাতে পারেন আপনি, যাকে আঁকড়ে ধরে ভবিষ্যত প্রজন্ম এগিয়ে যাবে আর আপনি হবেন বাংলার উজ্জল নক্ষত্রের আলোক বর্তিকা। জীবন সায়াহ্নে নশ্বর জীবনকে অতিক্রম করার বাসনা কি আপনার চিত্তে জাগেনা? এইই সময়!!!

আপনার আশু সুভবুদ্ধি কামনায়
লক্ষ-কোটি সচেতন দেশবাসীর একজন
জহিরুল হক॥